রেহরাস সাহেব

আধ্যাত্মিকতার দিকে যাত্রা
বাংলা অনুবাদ

সূচক

1. রেহরাস সাহেব বাংলা গুটকা--------------------------- 1
2. আরদাস -- 14
3. যাত্রার জন্য দর্শন------------------------------------- 19
4. শিখ ধর্মে নারীর ভূমিকা--------------------------------- 22
5. পাগড়ির গুরুত্ব-------------------------------------- 27
6. আপনার যাত্রায় নম্রতা মূল সারমর্ম---------------------- 29

🙏🙏🙏 We are distributing Free Gutkas, Divine message of the Guru globally in all the major languages, To Continue this Monumental task, please donate at https://sggsonline.com/donation

This Sewa has been done by Sewadars & SikhBookClub.

This text is only a translation and only gives the essence of the Guru's Divine word. For a more complete understanding, please read the Gurumukhi Sri Guru Granth Sahib Ji. If any errors are noticed, please notify us immediately via email at walnut@gmail.com.

Publisher: SikhBookClub.com

ਸੋ ਦਰੁ ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧
তাই দারু রাগু আসা মহলা। ১।

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ভগবান একজনই, যাকে সতগুরুর কৃপাতেই লাভ করা যায়।

ਸੋ ਦਰੁ ਤੇਰਾ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰੁ ਕੇਹਾ ਜਿਤੁ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ ॥
হে নিরাকার! কেমন তোমার সেই (অবর্ণনীয়) দরজা, কেমন সেই আবাস-স্থান, যেখানে বসে তুমি সমগ্র সৃষ্টিকে রক্ষা করো? (তার কথা কীভাবে বর্ণনা করব)।

ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣਹਾਰੇ ॥
হে চিরন্তন স্বরূপ! অগণিত ঐশ্বরিক ধ্বনি তোমার দ্বারে ধ্বনিত হয়ে চলেছে, কতই না ওখানে রব আছে।

ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਉ ਕਹੀਅਹਿ ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣਹਾਰੇ ॥
তোমার দ্বারে কত সুরের সঙ্গে রাগ গেয়ে চলেছে এবং সেই রাগ ও রাগিনী গাওয়ার জন্যে সেখানে কতজনা রয়েছে।

ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਪਵਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੁ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮੁ ਦੁਆਰੇ ॥
(এবার গায়কদের বর্ণনা করা যাক) হে অকাল পুরুষ! বায়ু, জল এবং অগ্নি দেবতা প্রমুখ তোমার গান গায় এবং ধর্মরাজও তোমার দ্বারে তোমার কীর্তিগাথা গেয়ে চলে।

ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਚਿਤੁ ਗੁਪਤੁ ਲਿਖਿ ਜਾਣਨਿ ਲਿਖਿ ਲਿਖਿ ਧਰਮੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥
জীবের শুভ-অশুভ কাজের হিসেব রক্ষক চিত্র-গুপ্তও তোমার কীর্তিগান করে এবং লেখালিখির মাধ্যমে ভালো-মন্দ কাজের বিচার করে।

ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਈਸਰੁ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਨਿ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ ॥
শিব ও ব্রহ্মা নিজেদের ঐশ্বরিক শক্তির দ্বারা প্রভুর গুণগান করে চলেছে, যা সর্বদা তোমার সজ্জাতেও শোভা বাড়িয়ে চলেছে।

ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਇੰਦ੍ਰ ਇੰਦ੍ਰਾਸਣਿ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆ ਦਰਿ ਨਾਲੇ ॥
দেবতাদের সঙ্গে ইন্দ্রও নিজের সিংহাসনে বসে তোমার কীর্তি কথা গায়।

ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਸਿਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰਿ ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਸਾਧ ਬੀਚਾਰੇ ॥
সমাধিতে অধিষ্ঠিত সিদ্ধরাও তোমার মহিমা গান গেয়ে চলেছে, চিন্তাশীল ঋষিরাও তোমার স্তুতি করে চলেছে।

ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ॥
তপস্বী, সত্যবাদী এবং পরিতৃপ্ত ব্যক্তিগণ তোমার গুণগান করছে এবং পরাক্রমশালীরা তোমার গুণের প্রশংসা করছে।

ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨਿ ਰਖੀਸੁਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ ॥
যুগে যুগে বেদ অধ্যয়নের মাধ্যমে পণ্ডিত এবং ঋষিরা তোমার কীর্তি সকলকে জানায়।

ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਮੋਹਣੀਆ ਮਨੁ ਮੋਹਨਿ ਸੁਰਗੁ ਮਛੁ ਪਇਆਲੇ ॥
মনমোহিনী নারীরা স্বর্গ, প্রেতপুরী ও নরকে তোমার প্রশংসা করে চলেছে।

ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ ॥
তোমার সৃষ্ট চৌদ্দ রত্ন এবং জগতের আটষট্টি তীর্থস্থানও তোমার স্তুতি করে চলেছে।

ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ॥
যোদ্ধা, বলিষ্ঠগণ ও পরাক্রমশালীরাও তোমার গুণগান গেয়ে চলেছে, উৎপত্তির চারটি উৎসও তোমার গুণগান করছে।

ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਕਰਿ ਕਰਿ ਰਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ ॥
নবখণ্ড, দ্বীপ ও ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতির প্রাণীরাও তোমার গুণগান গেয়ে চলেছে যা তুমি সৃষ্টি করে এই জগতে প্রতিষ্ঠা করেছো

ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨਿ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵਨਿ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ ॥
যারা তোমার পছন্দের তারাও তোমার প্রেমে অবস্থান করে, সেই ভক্তরাও তোমার গুণগান করে।

ਹੋਰਿ ਕੇਤੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨਿ ਸੇ ਮੈ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵਨਿ ਨਾਨਕੁ ਕਿਆ ਬੀਚਾਰੇ ॥
আরও অনেকে তোমার প্রশংসা করে চলেছে, যা আমার চিন্তাধারার বাইরে।

ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਾਹਿਬੁ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ॥
শ্রী গুরু নানক দেব'জী বলেছেন যে আমি সেই প্রভুকে কিভাবে বিচার করবো।

ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਇ ਨ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨਿ ਰਚਾਈ ॥
সত্যস্বরূপ সেই নিরাকার প্রভু অতীতে ছিলেন এবং সেই সত্য সম্মান এখনও বর্তমান রয়েছে।

ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰਿ ਕਰਿ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨਿ ਉਪਾਈ ॥
আবার ভবিষ্যতেও সেই সত্য সদৃশরূপই থাকবে, যিনি এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, তা ধ্বংস হয়নি, ধ্বংস হবেও না।

ਕਰਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ॥
যে স্রষ্টা ভগবান পশু-পাখি ইত্যাদি জীবকে নানারকমের রং ও বিভিন্ন প্রকারের মায়া দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, সেই সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছানুযায়ী নিজের সৃষ্ট জগৎকে দেখেন।

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਫਿਰਿ ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ ॥
তাঁর য ভাল লাগে তাই তিনি করেন, আবার এই বিষয়ে তাকে আদেশ করার কেউ নেই।

ਸੋ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਸਾਹਾ ਪਤਿਸਾਹਿਬੁ ਨਾਨਕ ਰਹਣੁ ਰਜਾਈ ॥੧॥
হে নানক! তিনি রাজাদের রাজা, তাঁর আদেশে থাকাই ঠিক। 1 ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥
আশা মহালা 1 ||

ਸੁਣਿ ਵਡਾ ਆਖੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥
হে নিরঙ্কর স্বরূপ! (শাস্ত্র ও পণ্ডিতদের কাছ থেকে) সবাই শোনার পর তোমাকে মহান বলে।

ਕੇਵਡੁ ਵਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਇ ॥
কিন্তু তা কত বড়, তা যদি কেউ তোমাকে দেখে থাকে অথবা তোমার যদি দর্শন পায় তবেই বলতে পারবে।

ਕੀਮਤਿ ਪਾਇ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਇ ॥
প্রকৃতপক্ষে, সেই গুণমুগ্ধ স্বরূপ ঈশ্বরের কোনো মূল্য কেউ অনুমান করতে পারে না, না কেউ এর শেষও বলতে পারে, কারণ তিনি অনন্ত ও অসীম।

ਕਹਣੈ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਇ ॥੧॥
যারা তোমার গৌরবের শেষ অব্দি দেখেছে, অর্থাৎ তোমার সচ্চিদানন্দ স্বরূপকে জেনেছে, তারা তোমার মধ্যেই অবিচ্ছেদ্য হয়ে গেছে ॥১॥

ਵਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ॥
হে আমার অকাল পুরুষ! তুমি সর্বোত্তম, শান্ত প্রকৃতির এবং গুণের আধার।

ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੇਤਾ ਕੇਵਡੁ ਚੀਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
তুমি যে কতদূর প্রসারিত, এই তথ্য সম্পর্কে কারোর কোন জ্ঞান নেই॥ ১॥ থাকো॥

ਸਭਿ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲਿ ਸੁਰਤਿ ਕਮਾਈ ॥
সমস্ত ধ্যানমগ্ন ব্যক্তিগণ একত্রিত হয়ে নিজেদের সহজাত প্রবৃত্তিতে মন দেয়।

ਸਭ ਕੀਮਤਿ ਮਿਲਿ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ ॥
সমস্ত পণ্ডিতগণ একত্রিত হয়ে তোমার শেষ জানার চেষ্টা করে।

ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ ॥
পন্ডিত, প্রাণায়াম, গুরু এবং গুরুদেরও গুরু

ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲੁ ਵਡਿਆਈ ॥੨॥
তোমার মহিমার বিন্দুমাত্র ব্যাখ্যা করতে পারবে না॥২॥

ਸਭਿ ਸਤ ਸਭਿ ਤਪ ਸਭਿ ਚੰਗਿਆਈਆ ॥
সমস্ত ভাল গুণ, সমস্ত কঠোরতা এবং সমস্ত ভাল কাজ:

ਸਿਧਾ ਪੁਰਖਾ ਕੀਆ ਵਡਿਆਈਆ ॥
সিদ্ধ - পুরুষের সিদ্ধির সমান মাহাত্ম্য

ਸਿਧੀ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਈਆ ॥
তোমার কৃপা ব্যতীত পূর্বোক্ত গুণাবলীর প্রাপ্তি কেউই অর্জন করতে পারেনি।

ਕਰਮਿ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕਿ ਰਹਾਈਆ ॥੩॥
এই শুভ গুণগুলো যদি ভগবানের কৃপায় অর্জিত হয়, তাহলে তাদের কেউ আটকাতে পারবে না। ৩।

ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵੇਚਾਰਾ ॥
কেউ যদি বলে হে অকাল-পুরুষ! আমি তোমার গুণগান গাইতে চাই তো তবে এই বেচারা কি বলতে পারে।

ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥
কারণ হে ঈশ্বর! বেদ, শাস্ত্র এবং তোমার ভক্তদের হৃদয়ে তোমার প্রশংসার ভান্ডার পরিপূর্ণ হয়ে আছে।

ਜਿਸੁ ਤੂ ਦੇਹਿ ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ ॥
যাকে তুমি বুদ্ধি দাও তোমার গুণকীর্তন গাওয়ার জন্যে, তাদের সাথে জোর করে কি কেউ কিছু করতে পারে।

ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥੪॥੨॥
গুরু নানক জী বলেছেন যে ঐ সত্যস্বরূপ ভগবানই সকলকে সুন্দর করে তোলেন।। ৪॥ ২॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥
আসা মহলা ১।

ਆਖਾ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੈ ਮਰਿ ਜਾਉ ॥
হে মা! যতদিন আমি পরমেশ্বরের নাম স্মরণ করি, ততক্ষণ আমি বেঁচে আছি, যখন আমি এই নামটি ভুলে যাই, তখন আমি নিজেকে মৃত মনে করি; অর্থাৎ আমি কেবল প্রভুর নামেই সুখ অনুভব করি, অন্যথায় আমি দুঃখ বোধ করি।

ਆਖਣਿ ਅਉਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ॥
কিন্তু এই সত্য নামগান করা খুবই কঠিন।

ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ ॥
যদি প্রভুর সত্য নামের প্রতি আকাঙ্ক্ষা (ক্ষুধা) থাকে

ਉਤੁ ਭੂਖੈ ਖਾਇ ਚਲੀਅਹਿ ਦੂਖ ॥੧॥
সেই আকাঙ্ক্ষাই সমস্ত দুঃখকে ধ্বংস করে দেয়॥ ১ ॥

ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥
হে মা! এমন নাম আমি আবার ভুলে কেন যাই।

ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
সেই প্রভু সত্য এবং তার নামও সত্য। ১ ॥ থাকা

ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲੁ ਵਡਿਆਈ ॥
ঈশ্বরের সত্য নামের বিন্দুমাত্র মহিমা:

ਆਖਿ ਥਕੇ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥
(ব্যাস ইত্যাদি মুনি) বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে গেছেন, কিন্তু তারা পরমাত্মার মহানতা জানতে পারেনি।

ਜੇ ਸਭਿ ਮਿਲਿ ਕੈ ਆਖਣ ਪਾਹਿ ॥
বিশ্বজগতের সকল জীব একত্রে পরমেশ্বর ভগবানের স্তব করিলে

ਵਡਾ ਨ ਹੋਵੈ ਘਾਟਿ ਨ ਜਾਇ ॥੨॥
তাই ওর প্রশংসা করাতে না বড় হয় এবং সমালোচনা করাতে সে ছোটও হয়না॥ ২॥

ਨਾ ਓਹੁ ਮਰੈ ਨ ਹੋਵੈ ਸੋਗੁ ॥
ঐ নিরাকার না কখনো মারা যায় এবং না কখনো ওর মনঃকষ্ট আসে।

ਦੇਦਾ ਰਹੈ ਨ ਚੂਕੈ ਭੋਗੁ ॥
তিনি বিশ্বের প্রাণীদের খাদ্য ও পানীয় প্রদান করতে থাকেন যা তার ভাণ্ডারে কোনদিন শেষ হয় না।

ਗੁਣੁ ਏਹੋ ਹੋਰੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥
দানেশ্বর পরমাত্মার মতো গুণ শুধু ওর মধ্যেই আছে, অন্য কারোর মধ্যে নেই।

ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਇ ॥੩॥
এমন ঈশ্বর আগে কখনো ছিল না, ভবিষ্যতেও হবে না। ৩।

ਜੇਵਡੁ ਆਪਿ ਤੇਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤਿ ॥
স্বয়ং ঈশ্বর যতটা মহান তার বিচার-বিবেচনা ঠিক ততটাই মহান।

ਜਿਨਿ ਦਿਨੁ ਕਰਿ ਕੈ ਕੀਤੀ ਰਾਤਿ ॥
যিনি দিন সৃষ্টি করে পুনরায় রাতের সৃষ্টি করেছেন।

ਖਸਮੁ ਵਿਸਾਰਹਿ ਤੇ ਕਮਜਾਤਿ ॥
যেই জীব এমন ভগবানকে ভুলে যায় সে নিকৃষ্ট হয়।

ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਬਾਝੁ ਸਨਾਤਿ ॥੪॥੩॥
গুরু নানক'জী বলেছেন যে ঈশ্বরের নাম-জপ না করলে মানুষ সংকীর্ণ জাতি হয়ে যায়॥৪॥৩॥

ਰਾਗੁ ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥
রাগু গুজরি মহলা । ৪।

ਹਰਿ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਪੁਰਖਾ ਬਿਨਉ ਕਰਉ ਗੁਰ ਪਾਸਿ ॥
হে ঈশ্বর স্বরূপ, সতগুরু, সত পুরুষ'জী! আমি তোমাকে অনুরোধ করছি যে

ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਕਰਿ ਦਇਆ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਸਿ ॥੧॥
আমি অতি সূক্ষ্ম কীটের মতো জীব, তাই হে সতগুরু'জী! আমি তোমার আশ্রয়ে উপস্থিত হয়েছি, দয়া করে আমার বুদ্ধি-মনে প্রভুর নাম প্রকাশিত করে দাও। ১ ॥

ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋ ਕਉ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਸਿ ॥
হে আমার বন্ধু গুরুদেব! আমাকে রাম নামের মহিমা প্রদান করো।

ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਖਾਈ ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਹਮਰੀ ਰਹਰਾਸਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
যে গুরুর উপদেশ অনুসারে ভগবানের নাম জপ করে সে আমার জীবনের সহায়ক, ভগবানের মহিমা পাঠ করাই আমার প্রধান কাজ। ১ ॥ সঙ্গে থাকো।

ਹਰਿ ਜਨ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ ਜਿਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਰਧਾ ਹਰਿ ਪਿਆਸ ॥
হে সতগুরু'জী! তোমার কৃপায় আমি জানি যে যার প্রভু-নামে নিষ্ঠা আছে, এবং প্রভুর নামজপে প্রবল ইচ্ছা আছে সেই হরি-ভক্ত সৌভাগ্যবান হয়।

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸਹਿ ਮਿਲਿ ਸੰਗਤਿ ਗੁਣ ਪਰਗਾਸਿ ॥੨॥
কারণ কেবলমাত্র সেই হরির নাম প্রাপ্ত হলেই তাঁর ভক্তরা তৃপ্তি লাভ করে এবং সাধুদের সঙ্গ লাভ করে তাঁদের অন্তরে হরির গুণাবলীর জ্ঞানের আলো প্রকাশিত হয়।

ਜਿਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰਸੁ ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜਮ ਪਾਸਿ ॥
যারা হরির হরি হরি নামের অমৃত রস আস্বাদন করেনি এখনও, অর্থাৎ যারা ভগবানের নামের মধ্যে বিলীন হয়ে যায় না, তাঁরা হতভাগ্য যমের ফাঁদে পড়ে।

ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਿ ਸੰਗਤਿ ਨਹੀ ਆਏ ਧ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵੇ ਧ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵਾਸਿ ॥੩॥
যারা সতগুরুর আশ্রয়ে এসে সৎসঙ্গ পায় না, সেই স্পৃহাহীন ব্যক্তিদের জীবনের প্রতি ধিক্কার এবং ভবিষ্যতে তাঁদের জীবনযাত্রার জন্যেও ধিক্কার। ৩।

ਜਿਨ ਹਰਿ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਿ ਪਾਈ ਤਿਨ ਧੁਰਿ ਮਸਤਕਿ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸਿ ॥
হরির ভক্ত যারা সতগুরুর সঙ্গ লাভ করেছেন, অকাল-পুরুষ দ্বারা তাঁদের মগজে জন্মের পূর্বেই শুভ নিবন্ধ লেখা থাকে।

ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਸਤਸੰਗਤਿ ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ਮਿਲਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਸਿ ॥੪॥੪॥
সতগুরু'জীর আদেশ হে নিরাকার! ধন্য সেই শুভ সঙ্গ, যেখান থেকে হরি-রস প্রাপ্ত হয় এবং ভগবানের ভক্তরা তাঁর নামের জ্ঞান-জ্যোতি লাভ করে। তাই হে সতগুরু'জী! অকাল-পুরুষের নামে মতামত দাও। ৪। ৪।

ਰਾਗੁ ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
রাগ গুজরি মহলা ৫।

ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵਹਿ ਉਦਮੁ ਜਾ ਆਹਰਿ ਹਰਿ ਜੀਉ ਪਰਿਆ ॥
হে মন! তোর কেন মনে হয়, যখন অকালপুরুষ স্বয়ং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড এর নিয়ম পরিচালনা করে চলেছেন।

ਸੈਲ ਪਥਰ ਮਹਿ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਤਾ ਕਾ ਰਿਜਕੁ ਆਗੈ ਕਰਿ ਧਰਿਆ ॥੧॥
নিরাকার শিলা এবং পাথরের মধ্যে যে প্রাণীদের সৃষ্টি করেছেন, তাদের খাদ্যও পূর্ব থেকেই তৈরি করে রেখেছে। ১॥

ਮੇਰੇ ਮਾਧਉ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਿਲੇ ਸੁ ਤਰਿਆ ॥
হে নিরাকার! যারা সাধুদের সংসর্গে গিয়ে বসে তারা সেই ভব-সাগরে পাড়ি দিয়েছে।

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸਟ ਹਰਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
তিনি গুরুর কৃপায় পরমপদ (মোক্ষ) লাভ করেছেন এবং তাঁর হৃদয় শুকনো কাঠের মতো সবুজ হয়ে গেছে। ১॥ সঙ্গে থাকো।

ਜਨਨਿ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਨਿਤਾ ਕੋਇ ਨ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ ॥
জীবনে মা, বাবা, ছেলে, স্ত্রী সহ আত্মীয়-স্বজন কেউই কোথাও আশ্রয় নেয়নি।

ਸਿਰਿ ਸਿਰਿ ਰਿਜਕੁ ਸੰਬਾਹੇ ਠਾਕੁਰੁ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ ॥੨॥
ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি জীব সৃষ্টির পর নিরাকার প্রভু স্বয়ং ভোগের পদার্থ বিলিয়ে দেয়, তখন হে মন! ভয় পাও কেন। ২।

ਊਡੇ ਊਡਿ ਆਵੈ ਸੈ ਕੋਸਾ ਤਿਸੁ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ ॥
পাখিদের ঝাঁক শত মাইল দূরে উড়ে যায় এবং তাদের বাচ্চাদের পিছনে (তাদের নীড়েই) ফেলে চলে আসে।

ਤਿਨ ਕਵਣੁ ਖਲਾਵੈ ਕਵਣੁ ਚੁਗਾਵੈ ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨੁ ਕਰਿਆ ॥੩॥
কে পিছন থেকে ওদের খাবার জোগান দেয়, কে ওদেরকে খেলা করায়, অর্থাৎ মা ছাড়া ওদের ভরণ-পোষণ কে করে, (উত্তরে বললেন) ওদের মা নিজের সন্তানদেরকে মনে মনে স্মরণ করেন, এটাই ওদের ভরণ-পোষণের কার্যসিদ্ধি হয়ে যায়। ৩।

ਸਭਿ ਨਿਧਾਨ ਦਸ ਅਸਟ ਸਿਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ ॥
সমগ্র নয়টি তহবিল, আঠারোটি কৃতিত্ব এই সবকিছুই নিরাকার তাঁর হাতের তালুতে রেখেছেন।

ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲਿ ਬਲਿ ਸਦ ਬਲਿ ਜਾਈਐ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਰਿਆ ॥੪॥੫॥
হে নানক! আমি এমন অকাল-পুরুষের কাছে সর্বদা নিজেকে উৎসর্গ করি, অসীম নিরাকারের কোন সীমা নেই এবং কোন শেষও নেই॥ ৪॥ ৫॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ਸੋ ਪੁਰਖੁ
রাগু আসা মহলা ৪ তাই পুরখু

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ভগবান একজনই, যাকে সতগুরুর কৃপায় পাওয়া যায়।

ਸੋ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹਰਿ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹਰਿ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ॥
সেই অকাল পুরুষ ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবের মধ্যে বিরাজমান, তথাপি তিনি মায়াতীত। তিনি দুর্ভেদ্য এবং চিরন্তন স্বরূপ।

ਸਭਿ ਧਿਆਵਹਿ ਸਭਿ ਧਿਆਵਹਿ ਤੁਧੁ ਜੀ ਹਰਿ ਸਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ॥
হে সত্যের পরম স্রষ্টা! অতীতেও সবাই তোমার প্রতি মনোযোগ দিত, এখনও মনোযোগ দিয়ে চলেছে এবং ভবিষ্যতেও মনোযোগ দেবে।

ਸਭਿ ਜੀਅ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ ਤੂੰ ਜੀਆ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ ॥
বিশ্বজগতের সকল জীবই তোমার সৃষ্টি এবং তুমি নিজেই জীবের উপভোগ ও মুক্তিদাতা।

ਹਰਿ ਧਿਆਵਹੁ ਸੰਤਹੁ ਜੀ ਸਭਿ ਦੂਖ ਵਿਸਾਰਣਹਾਰਾ ॥
হে ভক্তগণ! ঐ নিরাকারকে মনে রেখো যিনি সকল দুঃখের বিনাশ করে সুখ প্রদান করেন।

ਹਰਿ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰੁ ਹਰਿ ਆਪੇ ਸੇਵਕੁ ਜੀ ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ ॥੧॥
নিরাকার প্রভু নিজেই কর্তা এবং নিজেই দাস, তাই হে নানক! আমার মতো একটি দরিদ্র প্রাণীর কী ক্ষমতা যে আমি সেই অবর্ণনীয় প্রভুকে বর্ণনা করতে পারি। ১ ॥

ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰਿ ਜੀ ਹਰਿ ਏਕੋ ਪੁਰਖੁ ਸਮਾਣਾ ॥
সর্বব্যাপক নিরাকার সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে অভেদরূপে বিরাজিত থাকে।

ਇਕਿ ਦਾਤੇ ਇਕਿ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀ ਸਭਿ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ ॥
বিশ্ব-সংসারে কোন ব্যক্তি দাতা হয়েছে, কোন ব্যক্তি ভিক্ষুর রূপ নিয়েছে, হে পরমাত্মা ! এই সমস্ত কিছুই তোমার আশ্চর্যজনক কীর্তি।

ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ ਹਉ ਤੁਧੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣਾ ॥
তুমি নিজেই দাও আবার নিজেই ভোগ করো, তোমাকে ছাড়া আমি অন্য কাউকে জানিনা।

ਤੂੰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਬੇਅੰਤੁ ਬੇਅੰਤੁ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖਿ ਵਖਾਣਾ ॥
তুমি পরমব্রহ্ম, তুমি তিন জগতেই অসীম, আমি মুখ দিয়ে তোমার গুণ বর্ণনা করব কীভাবে।

ਜੋ ਸੇਵਹਿ ਜੋ ਸੇਵਹਿ ਤੁਧੁ ਜੀ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਣਾ ॥੨॥
সতগুরু'জী বলেছেন যে যেসব প্রাণী প্রভুকে বিবেকের সঙ্গে হৃদয় থেকে স্মরণ করে, সেবার মাধ্যমে নিজেকে সমর্পিত করে, তাদের ওপর উনি সুবিচার করে। ২।

ਹਰਿ ਧਿਆਵਹਿ ਹਰਿ ਧਿਆਵਹਿ ਤੁਧੁ ਜੀ ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮਹਿ ਸੁਖਵਾਸੀ ॥
হে নিরাকার! যারা মন এবং প্রার্থনার মাধ্যমে আপনার ধ্যান করে, সেই সব মানব-জীব যুগ-যুগ ধরে সুখ ভোগ করে।

ਸੇ ਮੁਕਤੁ ਸੇ ਮੁਕਤੁ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਤੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ॥
যারা তোমাকে স্মরণ করে তারা এই দুনিয়া থেকে মোক্ষ লাভ করে এবং তাদের যম-দুয়ার ভেঙে যায়।

ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰਿ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭੁ ਗਵਾਸੀ ॥
যারা ভয় থেকে মুক্ত হয়ে আশ্বাস স্বরূপ অকাল-পুরুষের ধ্যান করেছে, তিনি তাদের জীবনের সমস্ত (জন্ম-মৃত্যু-যম ইত্যাদির) ভয়ের অবসান করে দেন।

ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਜੀ ਤੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰੂਪਿ ਸਮਾਸੀ ॥
যারা নিরাকার প্রভুর চিন্তা করেছে, সেবা-ভাবের মাধ্যমে ওনার চেতনায় লীন হয়েছে, তারা প্রভুর দুঃখময় রূপের মধ্যে মিশে গেছে।

ਸੇ ਧੰਨੁ ਸੇ ਧੰਨੁ ਜਿਨ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਤਿਨ ਬਲਿ ਜਾਸੀ ॥੩॥
হে নানক! যারা নারায়ণ রূপে নিরাকার প্রভুর জপ করে, তারা ধন্যই ধন্য, আমি তাদের নিকট আত্মসমর্পণ করি । ৩ ।

ਤੇਰੀ ਭਗਤਿ ਤੇਰੀ ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰ ਜੀ ਭਰੇ ਬਿਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ ॥
হে অসীম স্বরূপ! তোমার ভক্তির ভান্ডার ভক্তগণের হৃদয়ে অন্তহীন ভাবে ভরে রয়েছে।

ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਨਿ ਤੁਧੁ ਜੀ ਹਰਿ ਅਨਿਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ ॥
তোমার ভক্তগণ ত্রিকাল ধরে তোমার কীর্তির গুণগান গায় হে ভগবান! তুমি বিভিন্ন এবং অনন্ত স্বরূপ।

ਤੇਰੀ ਅਨਿਕ ਤੇਰੀ ਅਨਿਕ ਕਰਹਿ ਹਰਿ ਪੂਜਾ ਜੀ ਤਪੁ ਤਾਪਹਿ ਜਪਹਿ ਬੇਅੰਤਾ ॥
সংসারে তোমাকে নানাভাবে পূজা করা হয় এবং জপ-তপ ইত্যাদির মাধ্যমে সাধনা করা হয়।

ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜਹਿ ਬਹੁ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ ਜੀ ਕਰਿ ਕਿਰਿਆ ਖਟੁ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ ॥
বিভিন্ন ঋষি-মুনি ও পণ্ডিত নানা ধরনের শাস্ত্র, স্মৃতিসমূহের অধ্যয়ন করে এবং ছয় -কর্ম, যজ্ঞ ইত্যাদি ধর্ম কর্মের দ্বারা তোমার গুণগান করে।

ਸੇ ਭਗਤ ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੋ ਭਾਵਹਿ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਭਗਵੰਤਾ ॥੪॥
হে নানক! সেই সমস্ত নিষ্ঠাবান ভক্ত জগতে ভালো যারা নিরাকার প্রভুর পছন্দের ব্যক্তি।

ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਕਰਤਾ ਜੀ ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥
হে অকাল পুরুষ! তুমি অপার পরমব্রহ্ম শাশ্বত স্বরূপ, তোমার সমতুল্য কেউ নেই।

ਤੂੰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ ਤੂੰ ਨਿਹਚਲੁ ਕਰਤਾ ਸੋਈ ॥
তুমি যুগে যুগে এক, তুমি সর্বদা অনন্য স্বরূপ এবং তুমিই অপরিবর্তনীয় স্রষ্টা।

ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਹਿ ਸੁ ਹੋਈ ॥
তুমি যা পছন্দ করো তাই ঘটে যায়, তুমি স্বেচ্ছায় যা করো সেই কার্যই সংঘটিত হয়।

ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਸਿਰਜਿ ਸਭ ਗੋਈ ॥
তুমি নিজেই এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছ এবং নিজে সৃষ্টি করে তাকে ধ্বংসও করেছ।

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ ਜੋ ਸਭਸੈ ਕਾ ਜਾਣੋਈ ॥੫॥੧॥
হে নানক! আমি স্রষ্টা প্রভুর মহিমা গান করি, যিনি সমস্ত বিশ্বের স্রষ্টা বা যিনি সমস্ত জীবের অন্তরতম সত্তা সম্পর্কে জ্ঞাত। ৫। ১।

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥
আসা মহলা । ৪।

ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰੁ ਮੈਡਾ ਸਾਂਈ ॥
হে নিরাকার! তুমিই স্রষ্টা, সত্যের মূর্ত প্রতীক এবং আমার প্রভু।

ਜੋ ਤਉ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹਿ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
তোমার যেগুলি ভালো লাগে সেইগুলিই হয়, তুমি যা দাও তাই আমি প্রাপ্ত করি॥ ১॥ সঙ্গে থাকো॥

ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ ॥
সমগ্র বিশ্বজগৎ তোমার দ্বারা জন্মলাভ করেছে, সমস্ত জীব তাই তোমাকে স্মরণ করেছে।

ਜਿਸ ਨੋ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹਿ ਤਿਨਿ ਨਾਮ ਰਤਨੁ ਪਾਇਆ ॥
কিন্তু যাদের প্রতি তুমি দয়া করো, তারাই তোমার নাম স্বরূপ রত্ন-দ্রব্য লাভ করেছে।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਲਾਧਾ ਮਨਮੁਖਿ ਗਵਾਇਆ ॥
এই নাম-রত্নটি শ্রেষ্ঠ সন্ধানীরাই খুঁজে পায় এবং স্বেচ্ছাচারী লোকেরা এটিকে হারিয়ে ফেলে।

ਤੁਧੁ ਆਪਿ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪਿ ਮਿਲਾਇਆ ॥੧॥
তুমি নিজেই বিভক্ত করো এবং নিজেই একত্রিত করো । । ১ ॥

ਤੂੰ ਦਰੀਆਉ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹਿ ॥
হে ঈশ্বর! তুমি নদী, তোমার মধ্যে সারা বিশ্ব ঢেউয়ের মতো তরঙ্গায়িত হয়।

ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹਿ ॥
তুমি ছাড়া আর কেউ নেই।

ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਤੇਰਾ ਖੇਲੁ ॥
মহাবিশ্বের ছোট-বড় সকল প্রাণীই তোমার প্রশংসা করে।

ਵਿਜੋਗਿ ਮਿਲਿ ਵਿਛੁੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲੁ ॥੨॥
অসঙ্গতিমূলক কাজকর্মের কারণে যারা তোমার মধ্যে নিমগ্ন হয়েছিল, তারা বিছিন্ন হয়ে গেছে এবং সংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তোমার কাছে এসেছে; অর্থাৎ তোমার কৃপা লাভ করে যারা ভালো সঙ্গ পায়নি তারা তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং যারা সাধুসঙ্গ পেয়েছে তারা তোমার ভক্তি লাভ করেছে। ২।

ਜਿਸ ਨੋ ਤੂ ਜਾਣਾਇਹਿ ਸੋਈ ਜਨੁ ਜਾਣੈ ॥
হে ঈশ্বর! যাকে তুমি গুরুর মাধ্যমে জ্ঞান প্রদান করো, সেই এই নিয়মের কথা জানতে পারে। তারপর ঐ সর্বদা তোমার গুণাবলী বর্ণনা করে।

ਹਰਿ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖਿ ਵਖਾਣੈ ॥
তারপর সেই সর্বদা তোমার গুণাবলী বর্ণনা করে।

ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥
যারা সেই অকাল পুরুষকে স্মরণ করেছে, তারা আধ্যাত্মিক আনন্দ লাভ করেছে।

ਸਹਜੇ ਹੀ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇਆ ॥੩॥
তখন সেই পরম পুরুষ সহজেই ভগবানের নামে ধ্যানমগ্ন হয়ে যায় ।৩।

ਤੂ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭੁ ਹੋਇ ॥
তুমি নিজেই সৃষ্টিকর্তা, তোমার আদেশেই সবকিছু ঘটে।

ਤੁਧੁ ਬਿਨੁ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
তুমি ছাড়া আর কেউ নেই।

ਤੂ ਕਰਿ ਕਰਿ ਵੇਖਹਿ ਜਾਣਹਿ ਸੋਇ ॥
তুমিই সৃষ্টি করতে করতে জীবেদের কীর্তি দেখো এবং তাঁদের সম্পর্কে সবকিছু জানো।

ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥੪॥੨॥
হে নানক! এই পার্থক্য সেই ব্যক্তির মধ্যে উজ্জ্বল হয় যে গুরুর দিকে মুখ করে থাকে। ৪। ২।।

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥
আসা মহলা। ১।

ਤਿਤੁ ਸਰਵਰੜੈ ਭਈਲੇ ਨਿਵਾਸਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵਕੁ ਤਿਨਹਿ ਕੀਆ ॥
হে মন! তুমি এমন এক বিশ্ব-সমুদ্রে বাস করছো যেখানে শব্দ -স্পর্শ স্বরূপ রস-গন্ধ জল এবং তৃষ্ণা রয়েছে।

ਪੰਕਜੁ ਮੋਹ ਪਗੁ ਨਹੀ ਚਾਲੈ ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹ ਡੂਬੀਅਲੇ ॥੧॥
সেখানে মোহের আবর্জনায় আটকে তোমার বুদ্ধি সদৃশ পা ভগবানের ভক্তির দিকে এগোতে পারে না। সেই সাগরে আমরা স্বেচ্ছাচারী প্রাণীদের (যারা নিজের মনের মতন) ডুবতে দেখেছি। ১ ॥

ਮਨ ਏਕੁ ਨ ਚੇਤਸਿ ਮੂੜ ਮਨਾ ॥
হে বিভ্রান্ত মন! যদি তুমি একাগ্রচিত্তে ভগবানের নাম জপ না করো,

ਹਰਿ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
তাহলে হরি-প্রভুকে ভুলে যাওয়ার কারণে তোমার সব গুণ নষ্ট হয়ে যাবে, অথবা ভগবানকে ভুলে গেলে তোমার গলায় (যম ইত্যাদির) ফাঁস এসে পড়বে। ১ ॥ সঙ্গে থাকো॥

ਨਾ ਹਉ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀ ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧਾ ਜਨਮੁ ਭਇਆ ॥
তাই হে মন! তুমি অকাল পুরুষের কাছে প্রার্থনা করো যে আমি তপস্বী, সতী এবং জ্ঞানী নই, আমার জীবন বড় মূর্খের মত নিষ্ফল হয়েছে।

ਪ੍ਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਣਾ ਜਿਨ ਤੂ ਨਾਹੀ ਵੀਸਰਿਆ ॥੨॥੩॥
হে নানক! যাকে তুমি ভুলে যাও না, আমি সেই সাধকদের আশ্রয় গ্রহণ করে প্রণাম করি।

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
আসা মহালা। ৫।

ਭਈ ਪਰਾਪਤਿ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ ॥
হে মানব! এই মানব জন্ম তুমি পেয়েছ।

ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ॥
এটাই তোমার ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য শুভ উপলক্ষ: অর্থাৎ তুমি এই মানব জন্ম কেবলমাত্র ভগবানের নাম জপ করার জন্য লাভ করেছ।

ਅਵਰਿ ਕਾਜ ਤੇਰੈ ਕਿਤੈ ਨ ਕਾਮ ॥
এর জগত সংসারের অতিরিক্ত কাজগুলি তোমার কোনো কাজে আসে না।

ਮਿਲੁ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਭਜੁ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ॥੧॥
শুধুমাত্র ঋষি-সাধুদের সান্নিধ্যে এসে তুমি সেই অকাল-পুরুষের কথা চিন্তা করো। ১।

ਸਰੰਜਾਮਿ ਲਾਗੁ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ ॥
তাই এই বিশ্ব-সমুদ্র পার করার উদ্যোগে নিয়োজিত হও।

ਜਨਮੁ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗਿ ਮਾਇਆ ਕੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
নাহলে মায়ার প্রেমে নিযুক্ত তোমার এই জীবন বৃথা হয়ে যাবে॥ ১॥ সঙ্গে থাকো॥

ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਧਰਮੁ ਨ ਕਮਾਇਆ ॥
হে মানব! তুমি জপ, তপস্যা ও সংযম লাভ করোনি এবং কোন পুণ্যকর্ম করে ধর্মও অর্জন করোনি।

ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨ ਜਾਨਿਆ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥
ঋষিদের সেবা করোনি এবং ভগবানকে কখনও স্মরণও করোনি।

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰੰਮਾ ॥
হে নানক! আমরা ধীর গতিতে কাজ করা প্রাণী।

ਸਰਣਿ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖਹੁ ਸਰਮਾ ॥੨॥੪॥
আমার কাছে আত্মসমর্পণ করতে লজ্জা রেখো। ২। ৪।

ਅਰਦਾਸ

প্রার্থনা

ੴ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ॥

ঈশ্বর এক ও অবিনশ্বর। সমস্ত বিশ্বের স্রষ্টা গুরু (ঈশ্বর)।

ਸ੍ਰੀ ਭਗੌਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ।

সম্মানিত তলোয়ার (দুষ্টব্যক্তিদের ধ্বংসকর্তা রূপে ঈশ্বর) আমাদের সাহায্য করো!

ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗੌਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ੧੦॥

দশম গুরুর আবৃত্তিকৃত সম্মানিত তরবারির গীত।

ਪ੍ਰਿਥਮ ਭਗੌਤੀ ਸਿਮਰਿ ਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈਂ ਧਿਆਇ॥

প্রথমে তলোয়ারকে স্মরণ করো (দুষ্টব্যক্তিদের ধ্বংসকর্তা রূপে ঈশ্বর); এরপর নানককে স্মরণ করো (তাঁর আধ্যাত্মিক অবদানের কথা মনে করে)।

ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸੁ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈਂ ਸਹਾਇ॥

আমাদের গুরু অঙ্গদ, গুরু অমর দাস এবং গুরু রাম দাসকে একে একে স্মরণ করো এবং ধ্যান করো; তারা আমাদের সাহায্য করতে পারে! (তাঁদের আধ্যাত্মিক অবদানের কথা মনে রেখে)

ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੌਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਇ॥

আমাদের গুরু অর্জন, গুরু হরগোবিন্দ এবং শ্রদ্ধেয় গুরু হর রাই-কে স্মরণ করো এবং ধ্যান করো। (তাদের আধ্যাত্মিক অবদানের কথা মনে রেখে)

ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭਿ ਦੁਖ ਜਾਇ॥

আমাদের শ্রদ্ধেয় গুরু হর কৃষ্ণকে স্মরণ করো এবং ধ্যান করো, যার দর্শনে মানবের সমস্ত ব্যথা দূর হয়ে যায়। (তাদের আধ্যাত্মিক অবদানের কথা মনে রেখে)

ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨਉ ਨਿਧਿ ਆਵੈ ਧਾਇ॥

গুরু তেগ বাহাদুরকে স্মরণ করো তাহলেই আধ্যাত্মিক সম্পদের নয়টি উত্স তোমার গৃহে দ্রুত আসবে।

ਸਭ ਥਾਂਈ ਹੋਇ ਸਹਾਇ॥

হে ঈশ্বর! দয়া করে আমাদের জীবনের পথে সর্বত্র সাহায্য করুন।

ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ! ਸਭ ਥਾਂਈ ਹੋਇ ਸਹਾਇ॥

শ্রদ্ধেয় দশম গুরু গোবিন্দ সিং-কে স্মরণ করো (তাঁর আধ্যাত্মিক অবদানের কথা মনে করে)

ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ!

শ্রদ্ধেয় গুরু গ্রন্থসাহেব-এর মধ্যে বর্ণিত দশজন রাজার ঐশ্বরিক আলো নিয়ে চিন্তা করো ও ধ্যান করো এবং নিজের চিন্তাশক্তিকে ঐশ্বরিক ভাবনার দিকে পরিচালিত করো , সেইসঙ্গে গুরু গ্রন্থসাহেব-এর মধ্যে দেখানো মার্গদর্শন থেকে আনন্দ উপলব্ধি করো; আর বলো ওয়াহে গুরু (আশ্চর্যময় ঈশ্বর)!

ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, ਚਾਲ੍ਹੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ, ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ, ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਵੰਡ ਛਕਿਆ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ, ਤੇਗ ਵਾਹੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ! ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ!

আমাদের পাঁচজন প্রিয় গুরুর মধ্যে একজন (গুরু গোবিন্দ সিং)-এর চার পুত্রের সুকর্মের কথা কল্পনা করো; সেই চল্লিশজন শহীদের; অদম্য সংকল্প এবং সাহস শিখদের অবলম্বন; তারা ইশ্বরের নামের মধ্যে মগ্ন ছিল; তারা ইশ্বরের নাম স্মরণ করেছে এবং ভগবানের সাহচর্যে নিজেদের খাবার ভাগ করে নিয়েছে; তারা বিনামূল্যে সকলের জন্য রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা করেছে; তারা প্রয়োজনে তাদের তলোয়ার খুলেছে (সত্য রক্ষার জন্য); তারা অন্যের ভুলত্রুটি উপেক্ষা করে এগিয়ে গেছে; তারা প্রত্যেকেই ছিল শুদ্ধ ও সত্যনিষ্ঠ ভক্ত; মনে বলো ওয়াহে গুরু (আশ্চর্য ঈশ্বর)!

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬਾਹੀ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ! ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ!

চিন্তা করো সেইসকল বীর শিখ পুরুষদের কথা আর তাঁদের পাশাপাশি শিখ মহিলাদের কথাও, যারা শিখ ধর্মকে আরও সম্মানের করে গড়ে তুলেছে তাঁদের সুন্দর পরিষেবার মাধ্যমে, এই মহামানবীরা তাঁদের মাথা উৎসর্গ করে দিয়েছিল কিন্তু তাঁদের শিখধর্মকে পরিত্যাগ করেনি, তারা নিজেদের শরীরের প্রতিটি অংশকে টুকরো টুকরো করে কেটে; তাঁদের মাথার খুলিকে বিভাজিত করে সেগুলি একত্রে বেঁধে চাকার উপর ঘুরিয়ে টুকরো টুকরো করেছিল; তাঁদেরকে করাত দিয়ে আঘাত করে ছিন্নভিন্নও করা হয়েছিল; আশ্চর্যজনক ভাবে তবুও তারা জীবিত ছিল; তারা গুরুদ্বার-এর মর্যাদা রক্ষার জন্য নিজেদের উৎসর্গ করেছিল; নানাবিধ অত্যাচারের পরেও এই মহামানবীরা তাঁদের শিখধর্ম পরিত্যাগ করেনি; বরং তারা শিখধর্ম পালন করেছে এবং নিজেদের লম্বা চুল রেখে সেগুলি শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত রক্ষা করেছে; মনে বলো ওয়াহে গুরু (আশ্চর্য ঈশ্বর)!

ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ, ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ!

শিখ ধর্মের সকল স্থানে এবং সমস্ত পবিত্র গুরুদ্বারগুলিতে প্রভু আপনার নামগানের মাধ্যমে ভরিয়ে তুলুন, আর বলো ওয়াহে গুরু (আশ্চর্য ঈশ্বর)!

ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਚਿੱਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ।

প্রথমে সমগ্রবিশ্বের শ্রদ্ধেয় খালসা এই প্রার্থনা করেন যে, তারা যেন প্রভু আপনার ধ্যান করতে পারেন; পৃথিবীর সমস্ত আরাম এবং আনন্দ এই ধ্যানের মাধ্যমেই আসে।

ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ, ਦੇਗ ਤੇਗ ਫ਼ਤਹਿ,

ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ, ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ!

যেখানেই শ্রদ্ধেয় খালসা উপস্থিত থাকে, সেখানেই প্রভু আপনি সুরক্ষা এবং অনুগ্রহ দিয়ে ভরিয়ে দিন; বিনামূল্যে সকলের জন্যে গড়ে তোলা রান্নাঘর কখনও বন্ধ হয় না, এবং তলোয়ার কখনও শত্রুর স্যামনে ব্যর্থ হয় না; তোমার অনুগামীদের সম্মান বজায় রাখুন; শিখ জনসমাজকে সর্বদা বিজয় প্রদান করুন; সম্মানিত তলোয়ার সর্বদা আমাদের সাহায্যের জন্য ব্যবহার হোক; খালসা সর্বস্থানে সম্মানের অধিকারী হোক; আর বলো ওয়াহে গুরু (আশ্চর্য ঈশ্বর)!

ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਬਿਬੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾਂ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ, ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟੱਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ!!!

মানবজাতি শিখধর্ম-কে উপহার রূপে ভরিয়ে দাও বিভিন্ন দানের মাধ্যমে, লম্বা চুল দান, শিখধর্ম-এর রীতি-রেওয়াজে দৃষ্টি দান, ঐশ্বরিক জ্ঞান দান, দৃঢ়তা দান, বিশ্বাস এবং ঈশ্বরের নাম দান সবচেয়ে বড় উপহার শিখদের জন্য। হে ঈশ্বর! সেবকদল, প্রাসাদ এবং শিখ পতাকা চিরকাল বিদ্যমান থাকুক বিশ্বে; সত্যের সর্বদা জয় হোক, আর বলো ওয়াহে গুরু (আশ্চর্য ঈশ্বর)!

ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

সকল শিখধর্ম পালনকারীর মন নম্রতায় ভরে উঠুক এবং তাঁদের প্রজ্ঞা উন্নত হোক; হে ঈশ্বর! তুমিই সমগ্র বিশ্বের জ্ঞানের রক্ষক।

ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ! ਆਪ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ.....ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ।

হে সত্য পিতা, ওয়াহে গুরু! তুমি ভক্তের কাছে সম্মান, অসহায়দের কাছে শক্তিস্বরূপ, আশ্রয়হীনদের কাছে আশ্রয়স্বরূপ, আমরা সশ্রদ্ধভাবে আপনার উপস্থিতি মেনে প্রার্থনায় নিমজ্জিত হই...(এখানে হাতজোড় করে প্রার্থনা করুন)।

ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ।

উপরের প্রার্থনা পদগুলিতে যদি কোন ভুল-ত্রুটি থাকে সেগুলির জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। প্রভু দয়া করে সকলের মনের ইচ্ছে পূরণ করুন।

ਸੇਈ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆਂ ਤੇਰਾ ਨ ਚਿੱਤਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ।

অনুগ্রহ করে প্রভু আমাদের সেই সকল সত্যনিষ্ঠ ভক্তদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দিন, যাদের সাহচর্যে আমরা প্রভু আপনার নাম স্মরণ ও ধ্যান করতে পারি। হে ঈশ্বর! সত্য গুরু নানকের মাধ্যমে, আপনার নাম চারিদিকে ধ্বনিত হোক, এবং আপনার ইচ্ছা অনুসারে সকল মানবের মঙ্গল হোক।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ

খালসা ঈশ্বরের প্রেরিত দূত; মানবের বিজয়লাভই ঈশ্বরের বিজয়লাভ।

যাত্রার জন্য দর্শন

শিখধর্মের দর্শনের মধ্যে রয়েছে কতকগুলি যুক্তি এবং আধ্যাত্মিক জগতের ব্যাখ্যা কিন্তু সেখানে বস্তুগত জগতের "তাড়িত বিষয়গুলি"-কে দূরে রাখা হয়েছে। এই ধর্মের মূলে রয়েছে সরলতা। শিখ নীতিশাস্ত্রে সকলের প্রতি সমান দৃষ্টি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। ব্যক্তির নিজের এবং সমাজের (সঙ্গতের) প্রতি কর্তব্য পালনের মধ্যে কোনও ভেদাভেদ থাকে না।

শিখধর্ম হল মাত্র পাঁচশো বছরের পুরোনো একটি ধর্মমত, যার প্রতিষ্ঠাতা হলেন গুরু নানক। এই ধর্মমতে একজন পরম সত্তাকে বিশ্বাস করা হয় এবং মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা (ওয়াহে গুরু) বিশ্বাসের উপর জোর দেওয়া হয়। এই ধর্মমতের মাধ্যমে চিরন্তন আনন্দের জন্য একটি সহজ সরল পথের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে এবং এখানে প্রেম ও বিশ্বজনীন সৌভ্রাতৃত্বের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। শিখধর্ম বিশেষভাবে একটি এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী ধর্মমত এবং এখানে একমাত্র ঈশ্বরকে পরমপুরুষ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় যিনি সময় বা স্থানের সীমাবদ্ধতার অধীনে থাকেন না।

শিখ ধর্মমতে বিশ্বাস করা হয় যে একমাত্র ঈশ্বর রয়েছেন, যিনি স্রষ্টা, রক্ষাকর্তা, ধ্বংসকারী এবং তিনি মানুষের রূপ ধারণ না করেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে বিরাজ করেন। শিখ ধর্মে অবতার তত্ত্বের কোন স্থান দেওয়া হয়নি। এখানে কোন দেবতার প্রতি বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করা হয়নি, এবং এখানে অন্য কোন দেব-দেবীকেই গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

শিখ ধর্মে নীতিবোধ এবং ধর্মকথা একই সঙ্গে রয়েছে। মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে পা বাড়াতে হলে একজন মানবকে অবশ্যই দৈনন্দিন জীবনে নৈতিক গুণাবলীর অনুশীলন করতে হবে। একজন ব্যক্তির সততা, সহানুভূতি, উদারতা, ধৈর্য এবং নম্রতার মতো গুণগুলি শুধুমাত্র প্রচেষ্টা এবং অধ্যবসায় দ্বারা নির্মিত হতে পারে। আমাদের মহান গুরুদের জীবনাদর্শ এই দিক থেকে জীবের অনুপ্রেরণার উৎস।

শিখ ধর্মমতে শিক্ষা দেয় যে মানুষের জীবনের লক্ষ হল জন্মমৃত্যুর চক্র ভেঙে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হওয়া। এখানে গুরুর শিক্ষা অনুসরণ করার কথা বলা হয়, এখানে প্রভুর পবিত্র নাম (নাম)-এর ধ্যান এবং সেবা করার মাধ্যমে।

এই ধর্মমতে প্রভুর নাম-মার্গ স্মরণ করে প্রতিদিনের ভক্তিমার্গের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এখানে মোক্ষলাভের জন্য পাঁচটি অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলা হয়েছে, যেমন - কাম (ইচ্ছা), ক্রোধ (ক্রোধ), লোভ (লোভ), মোহ (জাগতিক আসক্তি) এবং অহংকার (অহংকার)। শিখধর্মে ধর্মীয় আচারব্যবহার নিয়মিত অনুশীলনের জন্য উপবাস এবং তীর্থযাত্রা, লক্ষণ এবং তপস্যা এগুলির দ্বারা সকলের সঙ্গে মিলিত হওয়ার বিধিকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। শিখ মতে মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ হল ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হওয়া। আর এগুলি সম্পন্ন হয় গুরু গ্রন্থ সাহেবের শিক্ষা অনুসরণ করে। শিখধর্ম ভক্তি মার্গের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। তবে এখানে জ্ঞানমার্গ (জ্ঞানের পথ) এবং কর্মমার্গ (কর্মের পথ)-এর গুরুত্ব স্বীকার করা হয়েছে। এই ধর্মমতে আধ্যাত্মিক পথে পৌঁছানোর জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহ অর্জন প্রয়োজন এই ধারণার উপরও যথেষ্ট জোর দিয়ে ভাবা হ।

শিখ ধর্মমত হল একটি আধুনিক, যৌক্তিক এবং ব্যবহারিক ধর্মমত। এখানে বিশ্বাস করে যে স্বাভাবিক পারিবারিক জীবন-যাপন (গ্রাহস্ত) মুক্তির জন্য কখনই কোন বাধা নয়। মোক্ষলাভের জন্য ব্রহ্মচর্য বা সংসার ত্যাগের প্রয়োজন নেই। একজন ভক্তকে অবশ্যই পৃথিবীতে বাস করতে হবে, কিন্তু তবুও জীবকে নিজের মাথা স্বাভাবিক উত্তেজনা এবং অশান্তি থেকে ঊর্ধ্বে রাখতে হবে। জীবকে অবশ্যই একজন ভালো সৈনিক এবং ঈশ্বরের জন্য সাধুব্যক্তি হতে হবে।

শিখ ধর্মমত হল মহাজাগতিক এবং একটি "ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মমত"। এবং এখানে জাতি, ধর্ম এবং   লিঙ্গের উপর ভিত্তি করে যে সকল বিভেদ রয়েছে সেগুলিকে প্রত্যাখ্যান করা হয়। এই ধর্মাবলম্বীর মানুষেরা বিশ্বাস করে সকল মানুষ ঈশ্বরের চোখে সমান। শিখ গুরুরা নারীদের সমান অধিকার দানের বিষয়ে জোর দিয়েছিলেন। আর তাই কন্যাশিশু হত্যা এবং সতীদাহ প্রথা প্রত্যাখ্যান করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। শিখ গুরুরা সক্রিয়ভাবে বিধবা পুনর্বিবাহের প্রচার করেছিলেন এবং মহিলাদের জন্য ব্যবহৃত পর্দা প্রথা (মহিলারা বোরখা পরা) প্রত্যাখ্যান করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

মনকে গুরুর প্রতি নিবদ্ধ রাখতে জীবকে অবশ্যই পবিত্র প্রভুর নাম (নাম) ধ্যান করতে হবে এবং সেবা কর্ম করতে হবে। শিখ মতে ভিক্ষা বা অসৎ উপায়ে নয়, সৎ কাজের (কিরাত কর্ণ) মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করাকে সম্মানজনক মনে করা হয়। ভন্ড ছকনা (অর্জিত সম্পদ অন্যের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে ভাগ করে নেওয়া), এবং সেগুলি অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়াও শিখধর্মের একটি সামাজিক দায়িত্ব। ব্যক্তি দশবন্ধ (নিজের উপার্জনের দশ শতাংশ)-এর মাধ্যমে জীবের প্রয়োজনে সাহায্য করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মানব সেবা এবং সম্প্রদায়ের সেবাও শিখ ধর্মের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। প্রতিটি গুরুদ্বারে বিনামূল্যের কমিউনিটি রান্নাঘর (ল্যাঙ্গার)-এর ব্যবস্থা রাখা হয়। সেখানে সকল ধর্মের মানুষের ভোজনের জন্য রান্নাঘরগুলি উন্মুক্ত করা হয়, যা এই সম্প্রদায়ের মানুষদের মানবসেবার একটি অভিব্যক্তিমাত্র।

শিখ ধর্মে আশাবাদ এবং আশার পক্ষে কথা বলা হয়। এই ধর্মপথে নৈরাশ্যবাদের আদর্শকে গ্রহণ করা হয়নি।

গুরুরা বিশ্বাস করতেন যে এই জীবনের একটি উদ্দেশ্য এবং একটি লক্ষ রয়েছে। এই ধর্মমতে নিজেকে এবং ঈশ্বর উভয়ের উপলব্ধির সুযোগ দেয়। তাছাড়া মানুষ তাঁর নিজের কর্মের জন্য দায়ী। সে তাঁর কর্মের ফলাফল থেকে কখনও দূরে থাকতে পারে না। তাই মানবকে নিজের কর্ম সম্পর্কে খুব সতর্ক থাকতে হবে।

শিখ ধর্মগ্রন্থ, গুরু গ্রন্থসাহেব, যা শাশ্বত গুরুর ভূমিকা পালন করে। এই গ্রন্থটিই একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যা গ্রন্থকে পবিত্র ধর্মীয় গুরুর মর্যাদা দান করেছে। শিখ ধর্মে জীবিত মানব গুরুর (দেহধারী) কোন স্থান নেই।

নারীর ভূমিকা

শিখ ধর্মের নীতিতে বলা হয়েছে যে মহিলাদের মধ্যেও পুরুষদের মতো আত্মা রয়েছে এবং তাঁদের আধ্যাত্মিকতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সমান অধিকার রয়েছে। তারা ধর্মীয় মণ্ডলীতে নেতৃত্ব দিতে পারে, অখন্ড গ্রন্থ পাঠে অংশ গ্রহণ করতে পারে (পবিত্র ধর্মগ্রন্থের অবিচ্ছিন্ন আবৃত্তি), কীর্তন করতে পারে (মণ্ডলীতে স্তোত্র গাইতে পারে), গ্রন্থি (পুরোহিত) রূপে কাজ করতে পারে। তারা সকল ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, ধর্মনিরপেক্ষ কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে পারবে। শিখ ধর্মমত হল প্রথম একটি বিশ্ব ধর্মমত যেখানে নারী ও পুরুষের সমতা প্রদান করা হয়েছে।

গুরু গ্রন্থসাহেব বলেছেন,

নারী এবং পুরুষ, সবাই ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট। এই সবই ঈশ্বরের খেলা। নানক বলেন, তোমার সমস্ত সৃষ্টিই উত্তম ও পবিত্র" - এসজিজিএস পৃষ্ঠা - ৩০৪।

শিখ ইতিহাসে পুরুষদের সেবা, ভক্তি, ত্যাগ এবং সাহসিকতায় নারীদের সমান হিসেবে চিহ্নিত করার ভূমিকা লিপিবদ্ধ রয়েছে। শিখ ঐতিহ্যে নারীর নৈতিক মর্যাদা, সেবা এবং আত্মত্যাগের অজস্র উদাহরণ লেখা রয়েছে।

শিখ ধর্ম অনুসারে নারী ও পুরুষ একই মুদ্রার দুটি পিঠ। পারস্পরিক সম্পর্ক এবং আন্তঃনির্ভরতার ব্যবস্থায় পুরুষ জন্ম নেয় নারীর গর্ভ থেকে, আর নারীর জন্ম হয় পুরুষের বীর্য থেকে। শিখ ধর্ম অনুসারে একজন পুরুষ একজন মহিলা ছাড়া তাঁর জীবনকে নিরাপদ এবং পূর্ণ বোধ করে না, এবং একজন পুরুষের সাফল্য সেই নারীর ভালোবাসা এবং সমর্থনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। যে নারী পুরুষের সঙ্গে জীবন ভাগ করে নেয় এবং বিপরীতে পুরুষও সেই নারীর সঙ্গে জীবন ভাগ করে নেয়।

"[এইগুলি] একজন মহিলা যারা কোন জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যায়" এবং আমাদের "নারীকে অভিশপ্ত এবং নিন্দিত মনে করা উচিত নয়, [যখন] নারী থেকে একজন নেতা এবং রাজার জন্ম হয়"। এসজিজিএস পৃষ্ঠা - ৪৭৩।

পরিত্রাণ:

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে উত্থাপন করা হয়েছে যে – অন্য কোন ধর্মে নারীদের পরিত্রাণ পাওয়ার বিষয়ে ভাবা হয়নি, কিন্তু শিখধর্মে ঈশ্বরের উপলব্ধি বা সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক ক্ষমতা অর্জনে সক্ষম হিসেবে নারীদের বিবেচনা করা হয়। গুরু গ্রন্থসাহেব বলেছেন, "সকল প্রাণীর মধ্যে প্রভু

সর্বব্যাপী, ভগবান সর্বপ্রকার নর-নারীর মধ্যেই পরিব্যাপ্ত” (গুরু গ্রন্থ সাহেব, পৃষ্ঠা - ৬০৫)।

গুরু গ্রন্থসাহেব-এর উপরোক্ত বিবৃতি থেকে, ঈশ্বরের জ্যোতি উভয় লিঙ্গের মানবের সঙ্গে সমানভাবে বিশ্রাম নেয়। তাই গুরুর শিক্ষা অনুসরণ করে নারী-পুরুষ উভয়েই সমানভাবে মোক্ষলাভ করতে পারে। বহু ধর্মে, একজন মহিলাকে পুরুষের আধ্যাত্মিকতার অন্তরায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তবে শিখ ধর্মে এইকথা মনে করা হয় না। শিখ গুরু এই ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। 'শিখ ধর্মের বর্তমান চিন্তা'-সম্পর্কে অ্যালিস বাসারকে বলেছেন,

"প্রথম শিখ গুরু নারীকে পুরুষের সমান মনে করে স্থাপন করেছিলেন…নারী পুরুষের প্রতি কোন বাঁধা ছিলো না, কিন্তু ঈশ্বরের সেবায় এবং ভবসাগর থেকে পরিত্রাণের সন্ধানেও অংশীদার ছিলো"

বিবাহ

গুরু নানক গার্হস্থ্য জীবনের সুপারিশ করেছিলেন - একজন গৃহস্থের জীবনকেই শিখগুরু বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন, ব্রহ্মচর্য এবং ত্যাগের জীবনের পরিবর্তে স্বামী এবং স্ত্রী একসঙ্গে জীবন-যাপনে অংশীদার এবং উভয়ের প্রতি বিশ্বস্ততার নির্দেশ দিয়েছিলেন। পবিত্র গ্রন্থগুলিতে, গার্হস্থ্য সুখকে একটি লালিত আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং বিবাহকে ঐশ্বরিক প্রেমের প্রকাশের জন্য একটি চলমান রূপক প্রদান করা হয়েছে। ভাই গুরুদাস, প্রারম্ভিক শিখ ধর্মের কবি এবং শিখ মতবাদের একজন প্রামাণিক ব্যাখ্যাকারী ছিলেন, যিনি নারীদের প্রতি উচ্চ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। তিনি বলেছেন: "একজন মহিলা, তাঁর পিতামাতার বাড়িতে প্রিয়পাত্রী হয়ে থাকে, তাঁর বাবা এবং মা কন্যাকে খুব পছন্দ করেন। তাঁর শ্বশুর বাড়িতে, তিনি পরিবারের স্তম্ভ হিসেবে চিহ্নিত হয়, তাঁর সৌভাগ্যের বিষয়ে… আধ্যাত্মিক জ্ঞান এবং সাংসারিক জ্ঞান পরিবারের সঙ্গে ভাগ করে নেয়। এবং একজন মহিলা গুণাবলী সমৃদ্ধ পুরুষের অর্ধেক হিসেবে বিবেচিত হয়, এবং নারীরা পুরুষদের নিয়ে যায় মুক্তির দুয়ারে"। (বরণ, ভ. ১৬)

সমান মর্যাদা

পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে সমান মর্যাদা নিশ্চিত করার জন্য, গুরুর দীক্ষা, নির্দেশনা বা সংগত (পবিত্র সহভাগিতা) এবং পাঙ্গত (একত্রে খাওয়া) কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে লিঙ্গের মধ্যে কোনও পার্থক্য করা হয়নি। সরুপ দাস ভালা, মহিমা প্রকাশ, গুরু অমর দাস-এর মতে মহিলাদের দ্বারা কূপের ব্যবহার অপছন্দ করতেন। তিনি শিষ্যদের মধ্যে কিছু সম্প্রদায়ের তত্ত্বাবধানে মহিলাদের নিয়োগ করেছিলেন এবং সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে প্রচার করেছিলেন। শিখ ইতিহাসে মাতা গুজরি মাই ভাগো, মাতা সুন্দরী, রানী সাহেব কৌর, রানি সাদা কৌর এবং মহারানি জিন্দ কৌরের মতো বেশ কিছু নারীর নাম লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যারা তাঁদের সময়ের ঘটনাগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

শিক্ষা

শিখ ধর্মে শিক্ষাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। শিক্ষা যে কারও সাফল্যের চাবিকাঠি। শিক্ষা ব্যক্তিগত বিকাশের একটি প্রক্রিয়া এবং এই কারণে তৃতীয় গুরু বেশ কিছু বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। গুরু গ্রন্থ সাহেব বলেছেন,

"সমস্ত ঐশ্বরিক জ্ঞান এবং মনন গুরুর মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়" (গুরু গ্রন্থ সাহেব, পৃষ্ঠা – ৮৩১)। সকলের জন্য শিক্ষা অপরিহার্য এবং প্রত্যেককেই নিজেদের সেরা হতে কর্ম করতে হবে। তৃতীয় গুরু কর্তৃক প্রেরিত শিখ ধর্মপ্রচারকদের মধ্যে বায়ান্নোজন নারী ছিলেন। ডক্টর মহিন্দর কৌর গিল লিখেছেন, 'শিখ নারীদের ভূমিকা ও অবস্থা'-র কথা।

"গুরু অমর দাস দৃঢ়প্রত্যয়ী ছিলেন কোন শিক্ষাই সেই সমাজে শিকড় স্থাপন করতে পারে না যতক্ষণ না নারীরা সেই শিক্ষা গ্রহণ করে শিক্ষিত হয়"।

পোশাকের উপর নিষেধাজ্ঞা

নারীদের বোরখা পরিধান এই ধর্মে বাধ্যতামূলক করা হয়নি, শিখ ধর্ম পোষাক সম্পর্কিত একটি সহজ কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি দিয়েছেন। যেগুলি লিঙ্গ নির্বিশেষে সমস্ত শিখদের জন্য প্রযোজ্য। গুরু গ্রন্থ সাহেব বলেছেন,

“যে পোশাকে শরীরে অস্বস্তি হয় এবং মানুষের মনে খারাপ চিন্তায় ভরে ওঠে সেইসব পোশাক পরিধান করা থেকে বিরত থাকুন” । এসজিজিএস, পৃষ্ঠা - ১৬।

এইভাবে, শিখ ধর্মাবলম্বীরা বুঝতে পারবে কোন ধরণের পোশাক মানুষের মনকে মন্দ চিন্তায় পূর্ণ করে তোলে এবং সেইগুলি এড়িয়ে চলা উচিত। শিখধর্মের নারীরা কিরপান (তলোয়ার) দ্বারা নিজের এবং অন্যদের আত্মরক্ষা করবে বলে আশা করা হয়, শিখধর্মের মহিলারা সমাজের কাছে এই কারণ আরও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ইতিহাসে প্রথমবার নারীরা নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য কোন পুরুষের প্রতি নির্ভরশীল হয়নি এবং এখানে নারীরা শারীরিক সুরক্ষার জন্য পুরুষদের ওপর নির্ভরশীল হবে এমনটা আর আশাও করা হয় না।

উদ্‌ধৃতি :

“পৃথিবীতে এবং আকাশে, আমি কোন সময়জ্ঞান দেখি না। সমস্ত নারী ও পুরুষের মধ্যে, প্রভুর আলো জ্বলছে”। এসজিজিএস, পৃষ্ঠা - ২২৩।

নারী থেকে পুরুষের জন্ম হয়; নারীর মধ্যে আবার পুরুষ থাকে, নারী পুরুষের দ্বারা গর্ভধারণ করে; মহিলার সঙ্গে সে বাগদান এবং বিবাহ করে। নারী তাঁর বন্ধু হয়; নারীর মাধ্যমেই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম লুকিয়ে থাকে। যখন কোন পুরুষের স্ত্রী মারা যায়, তখন সে অন্য কোন মহিলার খোঁজ করে; ফলে নারীর কাছে সে আবদ্ধ থাকে। তাহলে নারীকে খারাপ বলবেন কেন? নারীর থেকে রাজার জন্ম হয়। নারী থেকেও আবার নারীর জন্ম হয়; নারী না থাকলে পৃথিবীতে কেউই থাকবে না। গুরু নানক, এসজিজিএস পৃষ্ঠা – ৪৭৩।

যৌতুক সম্পর্কে: “হে আমার প্রভু, আমার বিবাহের উপহার এবং যৌতুক হিসেবে আমাকে আপনার নাম প্রদান করুন”। শ্রী গুরু রাম দাস জি, পৃষ্ঠা – ৭৮, লাইন - ১৮ এসজিজিএস

পর্দা প্রথা সম্পর্কে: “থাক, থাক, হে পুত্রবধূ - ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢেকো না। এই বস্ত্র দিয়ে তোমার অর্ধেক মুখও ঢাকবে না শেষ পর্যন্ত। তোমার পূর্বে যে সকল নারীরা নিজের মুখ ঢাকতো; সেই নারীদের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না। ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢেকে রাখার একটাই প্রশংসা তুমি পাবে এই যে, কিছুদিন লোকে বলবে, ‘কী অভিজাত বধূ এসেছে’। কিন্তু তোমার ঘোমটা তখনই সত্য হবে যদি

তুমি এইগুলি এড়িয়ে গিয়ে ঈশ্বরের সামনে নৃত্য-গীত করো এবং ঈশ্বরের মহিমার কথা গান করো। পৃষ্ঠা – ৪৮৪, এসজিজিএস

নারী এবং প্রকৃতপক্ষে সকল জীব-আত্মাকে আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করার জন্য দৃঢ়ভাবে উত্সাহিত করা হয়েছিল: "এসো, আমার প্রিয় বোনেরা এবং আধ্যাত্মিক সঙ্গীরা; তোমার আলিঙ্গনে আমাকে আলিঙ্গন করো। এসো একসঙ্গে যোগদান করি, এবং আমাদের সর্বশক্তিমান স্বামী প্রভুর গল্প বলি"। - গুরু নানক, পৃষ্ঠা – ১৭, এসজিজিএস

"বন্ধু, অন্য সকল পোশাক পরিধান সুখকে নষ্ট করে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ না ঢেকে পোশাক পরিধান করা যন্ত্রণার, আর নোংরা চিন্তায় মন ভরে যায়"- পৃষ্ঠা – ১৬, এসজিজিএস

পাগড়ির গুরুত্ব

পাগড়ি সবসময়ই শিখদের কাছে অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রায় পনেরোশো খ্রিস্টাব্দ থেকে এবং শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গুরু নানকের সময় থেকে, শিখ ধর্মাবলম্বীরা পাগড়ি পরিধান করে চলেছে।

'পাগড়ি' শব্দটি এসেছে 'পাগ' বা 'দস্তর' এই দুটি ভিন্ন উপভাষার সংমিশ্রণে। এই 'পাগড়ি' শব্দ দ্বারা একটি বস্ত্রখণ্ডকে বোঝানো হয় শিখ পুরুষ এবং নারী উভয়ই নিজেদের মাথা ঢেকে রাখার জন্য এইরূপ পোশাক পরিধান করে। 'পাগড়ি' হল একটি মাথায় পরিধান করার বস্ত্রখণ্ড, যেখানে থাকে একটি লম্বা চাঁদরের মতো একক কাপড়ের টুকরো, যা দিয়ে মাথার চারপাশে ঘুরিয়ে উঁচু করে মাঝখানে খানিকটা ঢালু করে বাঁধা হয় যা দেখতে অনেকটা 'টুপি' বা পটকা-র ন্যায় হয়। ঐতিহ্যগতভাবে ভারতবর্ষে প্রথমদিকে পাগড়ি পরিধান করতো শুধুমাত্র সমাজে উচ্চ মর্যাদার পুরুষরা; এবং নিম্ন মর্যাদার বা নিম্ন বর্ণের পুরুষদের পাগড়ি পরিধানের অনুমতি ছিলো না। যদিও গুরু গোবিন্দ সিং পঞ্চ-ক বা বিশ্বাসের পাঁচটি মূল ধারণার মধ্যে পাগড়ি পরিধানকেও একটি স্থান দিয়েছেন। যেখানে বলা হয়েছে - খোঁপা করে চুল রাখা বাধ্যতামূলক যা ১৪৬৯ সালে শিখ গুরুর সময়কাল থেকেই শিখ ধর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে রয়েছে। শিখ ধর্মমত বিশ্বের একমাত্র ধর্ম সম্প্রদায় যেখানে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের জন্য পাগড়ি পরা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পশ্চিমের দেশগুলিতে পাগড়ি পরিধানকারী অধিকাংশ লোকেই হলেন শিখ। শিখদের 'পাগদিকে দস্তার' ও বলা হয়ে থাকে। দস্তার একটি ফারসি শব্দ। এই শব্দটির অর্থ হল 'ঈশ্বরের হাত' আসলে এই শব্দের মাধ্যমে ঈশ্বরের আশীর্বাদকেই বোঝায়।

শিখ ধর্মাবলম্বীরা তাঁদের বিভিন্ন রকমের স্বাতন্ত্র্যসূচক পাগড়ির জন্য বিখ্যাত হয়। ঐতিহ্যগতভাবে শিখদের পাগড়ি তাঁদের সম্মানের প্রতিনিধিত্ব করে, এবং দীর্ঘদিন ধরে এই পাগড়ি শুধুমাত্র আভিজাত্যের জন্য সংরক্ষিত একটি পোশাক ছিলো। ভারতে মুঘল আধিপত্যের সময় শুধুমাত্র মুসলমানদেরই পাগড়ি পরিধানের অনুমতি ছিলো। মুসলিম ভিন্ন অন্য সকল সম্প্রদায়ের মানুষদের এই পোশাকটি পরিধান করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছিল।

গুরু গোবিন্দ সিং, মুঘলদের এই লঙঘনকে অস্বীকার করে সমস্ত শিখদের পাগড়ি পরিধানের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি খালসা অনুসারীদের জন্য যে উচ্চ নৈতিক মানদণ্ড নির্ধারণ করেছিলেন সেগুলির স্বীকৃতিস্বরূপ এই বস্ত্রটি পরিধান করার

নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর সকল খালসা অনুসারীরা স্বতন্ত্র হোক এবং "বাকি বিশ্বের থেকে আলাদা হতে" দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হোক। তিনি শিখ গুরুদের দ্বারা নির্ধারিত অনন্য পথ অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন। একজন পাগড়িধারী শিখ সর্বদা ভিড়ের মধ্যে থেকেও দাঁড়িয়ে রয়েছে যা আলাদা করে চিহ্নিত হোক, যেমন গুরুর ইচ্ছা ছিল; কারণ তিনি চেয়েছিলেন তাঁর 'সন্ত-সৈনিক'' শুধু সহজে চিহ্নিতই নয়, সহজে তাঁদের খুঁজেও পাওয়া যাক।

যখন একজন শিখ পুরুষ বা মহিলা পাগড়ি পরিধান করেন, তখন পাগড়িটি কেবল একটি কাপড়ের গুচ্ছ হয়ে যায়; কারণ শিখ ধর্মাবলম্বীরা নিজেদের মাথার সঙ্গে এই বস্ত্রটি এক হয়ে যায়। সেই সঙ্গে পাগড়ি শিখদের দ্বারা বিশ্বাসের চারটি প্রধান অবলম্বনের মধ্যে অন্যতম একটি অপরিসীম আধ্যাত্মিক অবলম্বন। যদিও পাগড়ি পরার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে কতকগুলি প্রতীক যেমন - সার্বভৌমত্ব, উত্সর্গ, আত্মসম্মান, সাহস এবং ধর্মপরায়ণতা, কিন্তু ! শিখদের পাগড়ি পরিধান করার প্রধান কারণ হল - খালসার প্রতিষ্ঠাতা গুরু গোবিন্দ সিং-এর প্রতি তাঁদের ভালোবাসা, আনুগত্য এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা।

ওপরের হাই-লাইট করা শব্দগুলি অন্য কিছু দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা প্রয়োজন। 'কারণ' হতে পারে

"পাগড়ি আমাদের জন্য আমাদের গুরুর উপহার। এইভাবেই আমরা নিজেদেরকে সিং এবং কৌর হিসেবে চিহ্নিত করি এবং আমাদের নিজস্ব উচ্চ চেতনার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হই। পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য একইভাবে, এই পরিচয় রাজকীয়তা, করুণা এবং অনন্যতার প্রকাশ করে। এটাই অন্যদের কাছে একটি সংকেতস্বরূপ যে আমরা অসীমের মধ্যে বসবাস করি এবং সকলের সেবা করার জন্য নিবেদিত থাকি। পাগড়ি সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতির প্রতিনিধিত্ব করে, তাছাড়া অন্য কিছু নয়। যখন তুমি তোমার পাগড়ি বেঁধে আলাদাভাবে সকলের মধ্যে দাঁড়াতে পছন্দ করো, তুমি নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে থাকো ছ'শো কোটি মানুষের মধ্যে একজন একক ব্যক্তিত্বের মতো। যা তোমার কাছে একটি অসামান্য সম্মানের কাজ"। (শিখ নেট থেকে উদ্‌ধৃত)

আপনার যাত্রায় নম্রতা মূল সারমর্ম

নম্রতা শিখ ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই অনুসারে, শিখদের অবশ্যই ঈশ্বরের সামনে নম্রভাবে মাথা নত করতে হবে। নম্রতা বা নিমরতা, পাঞ্জাবিতে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত শব্দ। নিমরতা একটি গুণ যা গুরবাণীতে জোরেশোরে প্রচার করা হয়। এই পাঞ্জাবী শব্দের অনুবাদ হল "নম্রতা", "উদারতা" বা "নম্রতা।" এমন কেউ যার মন এই চিন্তায় বিভ্রান্ত হয় না যে সে কারও চেয়ে ভাল বা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

সমস্যা এলাকা - উপরে একটি সঠিক বাক্য নয়

এটি সমস্ত মানুষের জন্য লালন-পালনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ এবং এটি একটি শিখের মনের সেটের একটি অপরিহার্য অংশ এবং এই গুণটি অবশ্যই শিখের সাথে সর্বদা থাকতে হবে। শিখ অস্ত্রাগারের অন্য চারটি গুণ হল:
সত্য (শনি), তৃপ্তি (সন্তোখ), করুণা (দয়া) এবং প্রেম (প্যায়ার)।

এই পাঁচটি গুণ একজন শিখের জন্য অপরিহার্য এবং এই গুণগুলিকে উদ্বুদ্ধ করতে এবং তাদের ব্যক্তিত্বের একটি অংশ করে তোলার জন্য ধ্যান করা এবং গুরবানি পাঠ করা তাদের কর্তব্য।

গুরবানি আমাদের যা বলে:
"নম্রতার ফল হল স্বজ্ঞাত শান্তি এবং আনন্দ। নম্রতার সাথে তারা ঈশ্বরের ধ্যান করতে থাকে, উৎকর্ষের ভান্ডার। ঈশ্বর-সচেতন সত্তা নম্রতায় নিমজ্জিত। যার হৃদয় করুণাময় বিনয়ের সাথে আশীর্বাদ করা হয়। শিখ ধর্ম নম্রতাকে ভিক্ষা হিসাবে বিবেচনা করে। দেবতার সামনে বাটি"

গুরু নানক, শিখ ধর্মের প্রথম গুরু:

"মনে ভালবাসা এবং নম্রতার সাথে শ্রবণ এবং বিশ্বাস করে, পবিত্র মন্দিরে, নাম দিয়ে নিজেকে পরিষ্কার করুন।" - SGGS পৃষ্ঠা 4।

"সন্তুষ্টিকে তোমার কানের আংটি, নম্রতাকে তোমার ভিক্ষার বাটি, এবং ধ্যানকে তুমি তোমার শরীরে যে ছাইটি প্রয়োগ করো।" - এসজিজিএস পৃষ্ঠা 6।

"নম্রতার রাজ্যে, শব্দটি সৌন্দর্য। অতুলনীয় সৌন্দর্যের রূপ সেখানে সাজানো হয়।" এসজিজিএস পৃষ্ঠা 8।

"নম্রতা, নম্রতা এবং স্বজ্ঞাত বোঝা আমার শাশুড়ি এবং শ্বশুর" - এসজিজিএস পৃষ্ঠা 152।

আধ্যাত্মিকতার দিকে যাত্রা

গুরু গ্রন্থ্সাহেব হলেন একজন চিরজীবী গুরু, শিখ গুরু, হিন্দু ও মুসলিম সাধুদের রচনা। এই গ্রন্থটিকে সংকলনের মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের দয়া প্রদান করা হয়েছে। গুরু গ্রন্থ সাহেবের দৃষ্টিভঙ্গি কোনো ধরনের নিপীড়ন ছাড়াই ঐশ্বরিক ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে একটি সমাজ গড়ে তোলা। যদিও গ্রন্থটি হিন্দুধর্ম এবং ইসলাম ধর্মের ধর্মগ্রন্থ্গুলিকে স্বীকার করে এবং সম্মান প্রদান করে, তবে এই গ্রন্থে সকল ধর্মগুলির মধ্যে একটির সঙ্গে অন্যটির নৈতিক পুনর্মিলনকে চিহ্নিত করে না। গুরু গ্রন্থ্সাহেব-এর নারীরা পুরুষদের সমান ভূমিকা নিয়ে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে গৃহীত হয়। এখানে মনে করা হয় নারীদেরও পুরুষদের মতো একই আত্মা রয়েছে এবং তাঁদের আধ্যাত্মিকতা গড়ে তোলার সমান অধিকার রয়েছে এবং মুক্তির পথ খোঁজারও সমান সুযোগ রয়েছে। নারীরা নেতৃস্থানীয় হয়ে ধর্মীয় জমায়েত সহ সকল ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও ধর্মনিরপেক্ষ কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে।

শিখ ধর্ম সমতা, সামাজিক ন্যায়বিচার, মানবতার সেবা এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি সহনশীলতার পক্ষে শিক্ষা দেয়। শিখ ধর্মের অপরিহার্য বার্তা হল আধ্যাত্মিক ভক্তি এবং সর্বদা ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদান করা, যখন দৈনন্দিন জীবনে করুণা, সততা, নম্রতা এবং উদারতার আদর্শ অনুশীলন করা হয়। শিখ ধর্মের তিনটি মূল নীতি হল ধ্যান করা এবং ঈশ্বরকে স্মরণ করা, সৎ-জীবনযাপনের জন্য কর্ম করা এবং অন্যদের সঙ্গে সেগুলি ভাগ করে নেওয়া।

আত্মার এই আধ্যাত্মিক যাত্রার উদ্দেশ্যে চেষ্টা করার জন্য অভিনন্দন। অনুবাদ কখনই মূলের কাছাকাছি হতে পারে না, বিশেষ করে যখন সম্পূর্ণ গুরু গ্রন্থ্সাহেব কবিতাকারে থাকে এবং রূপকের ব্যবহার দ্বারা বিষয়টিকে অত্যন্ত কঠিন করে তোলা হয়েছে। ঐশ্বরিক বার্তা গড়ে তুলতে হিন্দু ও মুসলিম পৌরাণিক কাহিনিগুলি প্রায়শই প্রহ্লাদ, হিরণ্যকাশ্যপ, লক্ষ্মী, ব্রহ্মা ইত্যাদি শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। অনুগ্রহ করে সেইগুলিকে আক্ষরিক অর্থে পড়বেন না, কিন্তু সেগুলির অন্তর্নিহিত অর্থগুলি অনুধাবন করবেন। ঈশ্বর একমাত্র এই সত্যের ওপর ভরসা রেখে এবং তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়াই মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ মনে করা হয়েছে। এই কর্মটি কয়েক বছর ধরে বেশ কিছুজন স্বেচ্ছাসেবক দ্বারা সম্পন্ন করা হয়েছে, আপনার মাতৃভাষায় আপনার কাছে ঐশ্বরিক বার্তা পৌঁছানোর উদ্দেশে। আপনার যদি কোন প্রশ্ন থাকে, অনুগ্রহ করে walnut@gmail.com এই ইমেল আইডিতে লিখিতাকারে পাঠিয়ে দিন এবং আমরা এই যাত্রায় আপনার সঙ্গে যোগ দিতে চাই।